\*\*\* আল্লাহ বাবাকে ভালো রাখ \*\*\*

"রাব্বির হামহুমাকামা রবাইয়ানি সগিরা"

রমজানের ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে যোগ দিয়েছি বেশ কয়েক দিন হলো। তবে রমজানের সময়ই বাবাকে নিয়ে লিখব ভেবে ছিলাম সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে লিখার জন্য একটু সময় বের করতে পারি নাই। কারণ ২০১৯ সালের HSC পরীক্ষার খাতা দেখা। বাড়ীতে রাজমিস্ত্রির সাথে সময় দেয়া সহ পারিবারিক সকল কাজ গুলির আনজাম নিজেকে দিতে হল। যায় হউক সকল ব্যস্ততার মাঝে ও আমার বাবার প্রিয় কাজটি আমি করতে পেরে আত্ন তৃপ্তি পেয়েছি। আমার বাবা সারা বৎসর কোরআন শরিফের প্রতিটি লাইন স্পর্শ করে। একটু শব্দ করে তেলাওয়াত করত। এমনকি রমজান আসলে সারা মাস সারা দিন (নামাযের সময় ব্যতিত) কোরআন তেলাওয়াত করত। আলহামদুলিল্লাহ আমি বাবার স্মৃতি বিজরিত সে কোরআন শরিফটির প্রতিটি লাইন হাতে স্পর্শ করে তেলাওয়াত করেছি। বাবা,যখন ই কোরআন তেলাওয়াত করতে বসতাম। কোরআন শরিফে যখন স্পর্শ করতাম, যখন পৃষ্ঠার প্রতিটি লাইনে স্পর্শ করতাম তখন আমার অনূভুতি হত আমার বাবার হাত এই কোরআন শরিফে,এই লাইনে স্পর্শ লেগেছে আমার তখন মনে হত বাবা তোমার হাতে আমি স্পর্শ করছি। বাবা, কোরআন শরিফে যখন চুমু খেয়েছি তখন তোমার মূখের ঘ্রাণ আমার যোহাবুকে আনন্দুলিত করছে। বাবা তুমি যখন "আর-রহমানুর" সূরা তেলাওয়াত করতে তখন দেখতাম তোমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পরত। আমি যখন তেলাওয়াত করতে গেলাম তখন তোমার তেলাওয়াতের দৃশ্য যখন আমার অনুভূতিতে বেশে উঠল তখন আমার চোখ দিয়ে আমার অজান্তেই অশ্রু নির্গত হলো। তখন আমার কি মনে হয়েছিল জান বাবা! তুমি তোমার রুমে বসে কোরআন তেলাওয়াত করছ আর আমি আমার রুমে বসে শুনেছি। রমজানের প্রতিটি ক্ষণ বাবা/মা তোমাদের স্মৃতি গুলো মন থেকে সরাতে পারি নাই। বাবা/মা তোমাদেরকে বেশ কয়েক দিন স্বপ্নে ও দেখেছি পাশে বসেছি। বাবা তোমার দোয়ায় আল্লাহর রহমতে তোমার রেখে যাওয়া কোরআন শরিফ থেকে তেলাওয়াত করে খতম করেছি। তোমাদের জন্য বিদাতার সাহায্য চেয়েছি। নিশ্চয়ই সৃষ্টি কর্তা তোমাদের জন্য আমার দোয়া কবুল করে জান্নতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করেছেন।আমিন।